গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর রবিউল গ্রেফতার

পুলিশের দায়ের করা নাশকতা মামলায় আদালতের পরোয়ানাভুক্ত আসামি গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ডাক্তার রবিউল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে গাংচিল থানা পুলিশ।

ডাক্তার রবিউল ইসলাম গাংনী উপজেলার কড়ইগাছি বড়বামন্দী গ্রামের মৃতু আব্দুর রউফের ছেলে।

আজ রবিবার (১৯ মে) সকালের দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম তার গাংনী দাশপাড়া এলাকার নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। রবিউল ইসলামের নামে ৩০/২২ মামলায় আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, নাশকতা মামলায় আদালত রবিউল ইসলামের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে গ্রেফতার নির্দেশ দিলে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আজ রবিবার (১৯ মে) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প

মেহেরপুরের গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাংনীতে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে এবং পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতি(পি এস কে এস) এর আয়োজনে আজ শনিবার, পলাশীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গাংনী উপজেলা তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের তৃণমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালিত হয় ।

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চর্ম,যৌন, এলার্জি, গাইনি ও চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় ।

পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির আয়োজনে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী জামিদুল ইসলাম, ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি হাজী মোঃ আব্দুল লতিফ।

এছাড়াও ক্যাম্পে পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।স্বাস্থ্য ক্যাম্পে মোট ৪১ জন গাইনী,৫৪ জন চর্ম যৌন এলার্জি এবং ৭২ জন চক্ষুসহ সর্বমোট ১৬৭ জন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

এমএ খালেকের পক্ষে নির্বাচনী মাঠে নামলেন গাংনীর সাবেক মেয়র ও ইউপি চেয়ারম্যানরা

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় নামলেন গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র ও উপজেলার সাতজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

এরা হলেন, গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস,

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে এমএ খালেকের পক্ষে এক সাথে নির্বাচনী প্রচারনায় নামেন চেয়ারম্যানবৃন্দরা।

এ-উপলক্ষ্যে গাংনী উপজেলা শহরের মন্ডল সুপার মার্কেটের সামনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী প্রচারণা ও সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থী এমএ খালেক।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ- সভাপতি ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবহান, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মইনাল হক, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পরে উপজেলা শহরের বিভিন্ন স্থানে একসাথে চেয়ারম্যান প্রার্থী এম এ খালেক গনসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন।

এর আগে এমএ খালেকের পক্ষে বিরাট মোটরসাইকেল শোডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আনারস মার্কা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান নেতৃবৃন্দ।

গাংনীতে আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারে অভিযান, ১ লাখ টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে মিষ্টি তৈরী, সংরক্ষণ ও বিক্রির অভিযোগে আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারের সত্বাধিকারী রাশেদুল ইসলামকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় ৫০ কেজি পঁচা মিষ্টি ধ্বংস করা হয়েছে।

আজ বুধবার (১৫ মে) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ। অভিযানে সহযোগিতা করেন গাংনী উপজেলা স্যানিটারি অফিসার মশী উর রহমান, মেহেরপুর জেলা কৃষি বিপনন কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক ও গাংনী থানা পুলিশের একটি দল।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, দোকানের পণ্যের গায়ে উৎপাদন তারিখ, মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, দৃশ্যমান স্থানে পণ্যের মূল্য তালিকা লটকিয়ে প্রদর্শন না করা এবং অবৈধ প্রক্রিয়ায় দই, মিষ্টি তৈরি, সংরক্ষণ ও বিপননের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ২০০৯-এর ৩৭ ও ৩৯ ধারায় এক লাখ টাকা জরিমানা আরোপ এবং আদায় করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারে একই অভিযোগে এর আগে জেলা ও গাংনী উপজেলা প্রশাসন এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের অভিযানে একাধিকবার জরিমানা আদায় করা হয়েছে। প্রতিবারই তাকে নিয়মনীতি ও পরিস্কার পরিছন্ন উপায়ে মিষ্টি ও দই তৈরী সংরক্ষণ ও বিপননের নির্দেশনা দিলেও নিয়মনীতি পালন করেন না তিনি।

ভোটের লড়াই থেকে সরে গিয়ে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবো- শফিকুল আলম

ভোটের লড়াই থেকে সরে গিয়ে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার অঙ্গিকার করলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থী জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এ কে এম শফিকুল আলম।

দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিতব্য ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী একেএম শফিকুল আলম। তার প্রতীক কাপ পিরিচ। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) দুপুরের দিকে তার নিজ বাসভবনে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে ব্রিফিং দিয়ে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন।

এসময় তার ভাই স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা ইছার উদ্দীন, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রভাষক মুরাদ হোসেন, আব্দুল বারী, মনিরুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন, আব্দুল ওয়াদুদ, প্রধান মন্ত্রীর ফটো সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম কল্লোলসহ কয়েকজন কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

চেয়ারম্যান প্রার্থী এ কে এম শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচনে প্রচারনা শুরু হবার পর আমি লক্ষ করলাম, প্রচার প্রচারনায় ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে যতটুকু লড়াই করতে হচ্ছে তার চেয়ে বেশি লড়াই করতে হচ্ছে একটি সিন্ডিকেটের সাথে। আগে নির্বাচন করতে গিয়ে অভিজ্ঞতা ছিলো না যে, আগে সিন্ডিকেটের সাথে পরে প্রার্থীদের সাথে লড়াই করতে হবে। লড়াই আমাকে দুটো করতে হচ্ছে। আমাকে সিন্ডিকেট ও প্রার্থীদের সাথে এক সাথে লড়াই করতে হচ্ছে। যা অন্যরা শুধু প্রার্থীদের সাথেই করছে। আবার দীর্ঘদিনের চেনা মানুষকে মাঝে মাঝে অচেনা মনে হতে লাগলো। আমি লক্ষ করলাম ভোটের লড়াই ও সিন্ডিকেটের লড়াই দুটো লড়াই এক সাথে করা যাবেনা। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি একটা লড়াই জাগি রাখবো একটা লড়াই বন্ধ করবো। তাই আমি ভোটের লড়াই থেকে সরে যাচ্ছি তবে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই আমি চালিয়ে যাবো। এজন্য

আমি নির্বাচন থেকে সরে গেলাম এটাই ফাইনাল কথা। আমার যারা শুভাকাঙ্খী আছেন, তাদের একটা কথাই বলবো এই নির্বাচনে সিন্ডিকেট যেদিকে থাকবে, আমার এবং আমার প্রিয় মানুষগুলো তার বিপক্ষে থাকবে। আমি সিন্ডিকেট বিরোধী ছিলাম এবং আগামীতে থাকবো। আপনারা আমার কথাটার মানে বুঝে সেইভাবে আপনাদের অবস্থান নেবেন।আগামী দিনে ভাল কিছইু হবে।

তিনি আরও বলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তিনজন ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন গাংনী পৌরমেয়র আহমেদ আলী, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ ও রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি নির্বাচনে দাঁড়িয়ে মানুষের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছি।

আমি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেও আপনাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিনি। আপনাদের সাথে সম্পর্ক আমার আগের মত অটুট থাকবে। আপনাদের পাশে থাকবো। বিপদে আপদে আগে যেমন ছিলাম, ভবিষ্যাতেও থাকবো। তেমন কোনো পরিবর্তন হবেনা।

উল্লেখ্য, ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের গাংনীতে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করলেও মজিরুল ইসলাম ও ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন প্রত্যাহার করে নেন। পরে গতকাল রবিবার (১২ এপ্রিল) পারিবারিক ও ব্যাক্তিগত কারণ দেখিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন সাবেক এমপি পত্নি লাইলা আরজুমান বানু শিলা ও ১৩ এপ্রিল সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ ৫ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী ও ৬ জন ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন।

গাংনীতে সড়ক দূর্ঘটনায় স্কুল ছাত্র নি*হত

নানার বাড়িতে এসএসসি পাশের মিষ্টি দিয়ে বাড়ি ফেরা হলোনা জান্নাতুজ্জামান চঞ্চলের (১৬)। মিষ্টি দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় পথেই হলো নিথর।

নিহত জান্নাতুজ্জামান চঞ্চল (১৫) গাংনী উপজেলা চৌগাছা মোল্লাপাড়া গ্রামের রকিবুজ্জামানের ছেলে ও সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র। জান্নাতুজ্জামান চঞ্চল ২০২৪ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে। তার ফলাফল জিপিএ ৪.৩৩।

আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকাল ৪ টার দিকে গাংনী-কাথুলি সড়কের ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কের নিকট ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয় সে।

নিহতের বাবা রাকিবুজ্জামান জানান, গতকাল ছেলে এসএসসি পাশের ফলাফল পেয়েছে। তারা নানীবাড়ি ধলা গ্রামে পরীক্ষার ফলাফলের মিষ্টি দিতে গেছিল।

নিহতের বন্ধু আলিফ জানান, ইজিবাইকে চড়ে আমরা নওপাড়া থেকে গাংনী আসছিলাম। পেছন থেকে একটি দ্রুতগামী ট্রাক ধাক্কা দিলে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে অটোর ৪ যাত্রী। মূমূর্ষ অব্স্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সুমাইয়া আক্তার জানান, হাসপাতালে আনার আগেই সে মারা গেছে। তার মাথায় আঘাত লাগায় প্রচন্ড রক্তক্ষরণে তার মৃতু হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধারে পুলিশ হাসপাতালে পৌছেছে। ঘটনার পরপরই ঘাতক ট্রাকটি পালিয়ে গেছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন থেকে ঘোষণা দিয়ে সরে দাঁড়ালেন মোটরসাইকেল প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

আজ মঙ্গলবার (১৩ এপ্রিল) সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা যুবলীগের অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন তিনি।

লিখিত বক্তব্যে চেয়ারম্যান প্রার্থী মোশাররফ হোসেন বলেন, ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক কারনে এবং আগামীতে দলীয় ঐক্যের স্বার্থে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। তিনি বলেন নির্বাচনে যে সব নেতাকর্মী, সমর্থক ও ভোটার ভাই বোনেরা আমাকে এতদিন সমর্থন জানিয়েছেন তাদের প্রতিও কৃতগতা প্রকাশ করছি। নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য আপনরা যে কষ্ট পেয়েছেন তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রকাশ করছি। তিনি বলেন, যে কোনো গণতান্ত্রিক লড়াই সংগ্রামে আমি আপনাদের সাথে ছিলাম, আগামীতেও থাকবো। তিনি উপজেলা নির্বাচনে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীদের উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট প্রদান করার অনুরোধ জানান।

এসময় গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধাারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ, সহসভাপতি আল ফারুক, ষোলটাকা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশাসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন যুবলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের গাংনীতে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করলেও মজিরুল ইসলাম ও ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন প্রত্যাহার কেও নেন। পরে গতকাল রবিবার (১২ এপ্রিল) পারিবারিক ও ব্যাক্তিগত কারণ দেখিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন সাবেক এমপি পত্নি লাইলা আরজুমান বানু শিলা।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ

সম্পাদকসহ ৬ জন প্রার্থী চেয়ারম্যান ও ৬ জন ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় শশুর ও পুত্রবধু আহত

মেহেরপুর—কুষ্টিয়া সড়কের চোখতোলা নামক স্থানে নির্মাণাধীন রাস্তার ছড়ানো খোঁয়ায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় শশুর জামাল উদ্দীন (৭৫) ও তার পুত্রবধু তমা খাতুন (২৪) মারাত্বক আহত হয়েছেন।

আজ রবিবার সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের বাড়ি গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত জামাল উদ্দীন জানান, সন্ধ্যার দিকে পুত্রবধু তমা খাতুনকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে গাংনী উপজেলার চেংগাড়া থেকে নিজ গ্রাম হোগলবাড়িয়াতে যাচ্ছিলেন। চোখতোলা নামক স্থানে রাস্তার উপর ছড়ানো পাথরের উপর মোটরসাইকেলের চাকা উঠে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর পড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাদের আহতাবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।

গাংনীতে ব্যবসায়ীর ফেলে যাওয়া টাকা ফেরত দিলো পাখিভ্যান চালক

পাখি ভ্যানের উপর ফেলে যাওয়া ৯ লাখ টাকা ফিরে পেলেন গাংনী উপজেলা শহরের কাঁচামালের আড়ৎ ব্যবসায়ী সাহাজুল ইসলাম।

আজ সোমবার (১২ মে) দুপুর ২ টার দিকে টাকার মালিক সাহাজুল ইসলামকে পাখি ভ্যান চালক স্বন্দীপন তার ভ্যানে ফেলে যাওয়া টাকাসহ ব্যাগটি ফিরিয়ে দেন।

এসময় গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহ উদ্দীন শাওনসহ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

পাখিভ্যান চালক স্বন্দীপন গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মনার ছেলে।

গাংনী বাজারের বিশিষ্ট সবজি আড়ত ব্যবসায়ী সাহাজুল ইসলাম জানান, সকালের দিকে গাংনী কাঁচাবাজার এলাকা থেকে স্বন্দীপনের পাখিভ্যানে চড়ে আমার নিজ বাড়িতে আসি। টাকার ব্যাগটি ভ্যানের চালকের সিটের পেছনে হুকের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। ভ্যান থেকে নেমে যাওয়ার সময় টাকার ব্যাগটি নিতে ভুলে গেছিলাম। পরে ভ্যান চালককে খুঁজছিলাম। এসময় ভ্যান চালক স্বন্দীপন টাকার ব্যাগটি নিয়ে আমাকে খুঁজছিলেন। পরে বাজার কমিটির সভাপতি সালাহ উদ্দীন শাওনের মাধ্যমে আমাকে টাকার ব্যাগটি ফিরিয়ে দেন।

এদিকে ভ্যান চালক স্বন্দীপনের মহত্ব দেখে গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহ উদ্দীন তার ফেসবুক পেজে লিখেছেন, “আমি আজ সত্যিই গর্বিত যে, স্বন্দিপের মতো মানুষের প্রতিনিধি হতে পেরে”।

রাস্তা না থাকায় নির্মাণের ৭ মাসেও চালু হয়নি সেতু

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া জেলার বেতবাড়িয়া-মধুখালী গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীর উপর নির্মাণ কাজ শেষ হলেও ৭ মাসেও চালু হয়নি সেতুটি। রাস্তা না হওয়ার কারনে সেতুটি ব্যবহার করতে পারছেনা দুই জেলার কয়েক লাখ বাসিন্দা। ফলে চরম দূর্ভোগে পড়েছে এলাকাবাসি। জটিলতা কাটিয়ে দ্রত সময়ের মধ্যে চলাচলের উপযোগি করার দাবি স্থানীয়দের।

চলতি বছর প্রায় সাড়ে ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে গাংনী ও দৌলৎপুর

উপজেলার বেতবাড়িয়া-মধুগাড়ী মাথাভাঙ্গা নদীর উপর গার্ডার সেতু নির্মান করে এলজিইডি। দৌলতপুর উপজেলার পাশে সংযোগ সড়ক তৈরি হয়েছে কিন্তুু জমি অধিগ্রহন জটিলতায় সেতু নির্মাণের ৭ মাসেও গাংনী অংশের সংযোগ সড়ক তৈরি করতে না পারায় সেতুটি ব্যবহার করতে পারছেনা দুই উপজেলার কয়েকলাখ মানুষ। সামান্য রাস্তা না থাকায় ৫ কিলোমিটার পথ ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে গাংনী ও দৌলতপুর উপজেলার বাসিন্দাদের। এতে খরচের পাশাপাশি এ অঞ্চলের কৃষক, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী সহ এলাকাবাসি চরম দূর্ভোগে পড়েছে। কৃষকরা পায়ে হেটে মাথায় ক্ষেতের ফসল নিয়ে অনেক কষ্ট করে সেতুতে উঠতে হচ্ছে। তাছাড়া মোটরসাইকেল,ভ্যান ও বাইসাইকেল কয়েকজন মিলে ঠেলে সেতুতে উঠলেও সংযোগ সড়ক না থাকায় বাস ট্রাক সহ বড় ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। একারনে এক এলাকার সবজী বা কৃষি পন্য অন্য এলাকায় যেতে পারছেনা। জমিজটিলতা কাটিয়ে সেতুটি চলাচলের উপযোগি করা হলে দুই জেলার বাসিন্দাদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও শিক্ষাসহ নানা সুবিধা পাবে।

স্থানীয়রা জানায়, সেতু নির্মাণ হয়েছে কিন্তু রাস্তা না থাকায় রুগীরা চিকিৎসা সেবা নিতে যেতে পারেনা। দ্রুত রাস্তা হয়ে গেলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। আমাদের সব কাজ সহজ হয়ে যাবে।

কৃষক আব্দুল জলিল বলেন, মাথায় করে বোঝা (ফসল) নিয়ে আনতে অনেক কষ্ট হয়। মাথায় বোঝা নিয়ে সেতুতে উঠতে পারি না।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বেতবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা মো: সাইদুর রহমান বলেন, দৌলৎপুর অংশে রাস্তা হয়েছে গাংনী অংশে সামান্য রাস্তা না হওয়ায় সেতুটি কোন কাজেই লাগছেনা। এ অঞ্চলের মানুষ চরম দূর্ভোগে পড়েছে।

ভ্যান চালক রফিকুল ইসলাম বলেন, সরকার কোটি টাকা ব্যয়ে সেতু তৈরি করলেও যাতায়াত করা যাচ্ছেনা। রাস্তাটি নির্মান করা হলে চলাচলে সুবিধা হবে। সমস্যা সমাধান করে দ্রুত চলাচলের উপযোগী করে দেওয়ার জোর দাবি জানাচ্ছি।

স্যালো ইঞ্জিন চালক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সামান্য রাস্তা না থাকায় ৫ কিলোমিটার ঘুরে গাংনী কিংবা দৌলৎপুর যেতে হয়। সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যায়ে সেতু নির্মাান করলেও সামান্য রাস্তা না থাকায় সেতুটি পড়ে রয়েছে।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী মো: ফয়সাল হোসেন বলেন, জমি অধিগ্রহণ জটিলতায় আটকে গেছে দাবি করে সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে তিনি।